Bangladesh Journal of Political Economy

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 33, No. 2, December 2017, pp. 191-222
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

বাংলাদেশের পাট শিল্প ও পাট শিল্প শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা

(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের পর্যালোচনা)

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম*

সারকথা: *বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটা কৃষি নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫% এখানে উৎপাদিত হয়। দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। এদেশের অর্থনীতির গতি মন্থর হলেও কৃষির উপর নির্ভর করে এখানে বেশকিছু শিল্প গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ ভুখণ্ডে অনেকগুলো পাট শিল্প গড়ে ওঠে। মূলত শুরুতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিল পাকিস্তানের মাড়োয়ারীরা। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার এগুলোকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অধীনে নিয়ে আসে। তখন রাষ্ট্রায়ত্ব জুটমিলের সংখ্যা ছিল ৭৮টি। এর মধ্যে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মত কারখানা লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। অবশ্য এ দেশে ২০০০ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে এ শিল্প নানামুখী সংকটের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতি সর্বোপরি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমানে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত জুট মিলের সংখ্যা ৯টি। এর মধ্যে যেগুলো চালু আছে তার অবস্থাও সংকটাপন্ন। পাট শিল্পের এ দুরবস্থার কারণ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে জানা, সর্বোপরি, বিদ্যমান বাস্তবতা অর্থনীতি এবং নীতি-নৈতিকতার সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ বা সংগতিহীন সেই বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।*

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভালমানের পাট এখানে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের ৭৫ ভাগ এখানে উৎপাদিত হয়। এ দেশের তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে এ ভূখণ্ডে পাট শিল্প গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত ৭৮টি পাটকল ছিল। সম্প্রতি, এ শিল্পের বিপর্যয় নেমে আসে। লোকসানের অজুহাতে ২০০৪ সাল নাগাদ ৬০টির মত কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণ, আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। যেগুলো চালু আছে সেগুলোতে বকেয়া মজুরীর কারণে শ্রমিক অসন্তোষসহ

* সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি ফুলতলা মহিলা কলেজ, খুলনা

বহুবিধ কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিজেএমসি-র ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জুট মিলের শ্রমিকেরা মজুরীসহ বেশকিছু দাবীতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। তাদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর শ্রমিকরা তাদের পিএফ এবং গ্রাচুইটির টাকাসহ বকেয়া প্রাপ্তির জন্যও লড়াই করছেন। এ অবস্থা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, যা অর্থনৈতিক নীতি-নৈতিকতার বিচারে চরম অমানবিক।

পাট শিল্পের সংকট: অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতা

বাংলাদেশ, তৃতীয় বিশ্বের একটা উন্নয়নশীল দেশ। সশস্ত্র সংগ্রাম আর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা লাভের বয়স প্রায় পাঁচ দশক। গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের ভাষায় ৯৯.৯৯, শতাংশ নয় ১০০ শতাংশ নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তাদের আত্মদানের ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ আর লাল সবুজের পতাকা। তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা যায়: মুক্তিযোদ্ধা ছিল দুই রকম, (এক) ঘটনাচক্রে (By chance) (দুই) দেশ মাতৃকার টানে স্বপ্রণোদিত তারা ছিলেন স্বেচ্ছায় (By choise) মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতার এত দিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা, হিসাব পত্তর, সুযোগ-সুবিধাসহ সামগ্রিক পরিকাঠামো বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালীন চাকুরির কারণে বা বিভিন্ন বাস্তবতায় এমন কি জীবন বাঁচাতে নিরাপদে বিদেশে অবস্থান করতে, পরবর্তীতে বিভিন্ন সংযোগ ব্যবহার করে অর্থাৎ ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকাভুক্ত হয়েছেন তারা সুবিধাটাও গ্রহণ করেছেন বেশী। অন্যদিকে, যারা ১০০ ভাগ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মা, মাটি, মানুয়ের টানে দেশ-মাতৃকার জন্য স্ব-উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন আশ্রয়- প্রশ্রয় অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র-বুদ্ধি দিয়েছেন তারা আজ বহুলাংশে বঞ্চিত, বহিঃস্থ, নিঃস্ব এমনকি অনেকে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকেও বঞ্চিত।

এছাড়াও, মুক্তিযুদ্ধে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে সহায়তাকারী বেশীরভাগই গ্রামীণ জনপদের প্রান্তিক মানুষ। তারা বেশীর ভাগই ছিলেন নির্মোহ এবং নির্লোভ তবে প্রত্যাশা ছিল এক জায়গায়, তাহলো, মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে তারা আর বহিঃস্থ, বঞ্চিত, নিঃস্ব থাকবেন না। মুক্তির প্রকৃত স্বাদ পাবেন প্রজন্মকে সেই স্বপ্ন সাধের অংশিদার করতে পারবেন। দেশ মাতৃকা হবে তাদের। ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের চার মূলনীতির মর্মবাণীও তাই। অর্থাৎ বঞ্চিত, বহিঃস্থ মানুষদের দুর্দশা ঘুচিয়ে সুষম বণ্টন- সুষম উন্নয়ন, শোষণহীন, বঞ্চনাহীন সমাজ রাষ্ট্র পরিকাঠামো বিনির্মাণ। মুক্তিসংগ্রামের মহানায়ক বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যাশাও ছিল তাই। বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতার পরিকাঠামো এবং মৌল মানবিক মূল্যবোধের বিবেচনায়ও এদেশের বেশীরভাগ মানুষ যারা আজ কৃষক-শ্রমিক তাদের শ্রমে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিপুষ্ট। রাষ্ট্র তার সংবিধানের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিক শ্রমজীবি সাধারণ মানুষের অধিকারকে মেনে নিয়েছে। প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বা সত্যিকার মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিতের প্রশ্নে সত্যিকার দায়িত্ব পালন করছে কী? শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষ করে পাটশিল্প এবং তার শ্রমিকেরা অগণিত সমস্যায় জর্জরিত।

এমনকি চাকুরি জীবন শেষেও তাদের ন্যায্য পাওনা (অর্জিত) পিএফ, গ্রাচুইটির জন্যও লড়াই করতে হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ১৯৭২ এর সংবিধানের চার মূলনীতি, সর্বোপরি স্বাধীন দেশের মৌল মানবিকতা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির সাথে সংগতিহীন, নীতি-নৈতিকতা (Ethics) এর সাথে সাংঘর্ষিক; এটি কাম্য নয়।

পাট শিল্প রক্ষা এবং পাট শিল্প শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অধিকারের লড়াই

উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য

- পাটশিল্পের বর্তমান সংকটে অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ;
- পাট এবং পাট শিল্পের অতীত এবং বর্তমান সম্পর্কের বিশ্লেষণ;
- পাট ও পাট শিল্পের সাথে কৃষি অর্থনীতির যোগসূত্র বিশ্লেষণ;
- পাটের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং সমস্যা চিহ্নিত করা;
- পাট ও পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব পর্যলোচনা;
- ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকটি খুঁজে দেখা এবং সুপারিশমালা তৈরি করা।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত তথ্য; বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা এবং প্রকাশনা, এবং এ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপিত নানা প্রবন্ধ। এছাড়াও, সরাসরি পাট শিল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব, ভুক্তভোগী শ্রমিক এবং অন্যান্য পেশাজীবীদের সাথে ছোট দলে নিবিড় অনুসন্ধান করে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিচিতি

বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল মূলত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চল মূলত খুলনা বিভাগ কেন্দ্রিক। বলা যায় পদ্মা, মধুমতি, বলেশ্বর, সোনাই, ইছামতি, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী এলাকার ১০ জেলা আর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী চির সবুজ অনুপম ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যমণ্ডিত ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অধিকাংশ নিয়েই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। এর দক্ষিণাংশ নিচু ভূমি এবং লবণাক্ত; বাকী অধিকাংশ সমভূমি। এখানে কৃষি শষ্যের মধ্যে আউশ-আমন ইরি-বোরো উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চল রবি শস্যসহ প্রায় সব শস্য উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। পাট চাষের উর্বর ক্ষেত্র বলেই এ অঞ্চলে সরকারি ও বেসরকারি অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে।

মানচিত্রঃ

ভৌগোলিক অবস্থান: খুলনা বিভাগের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিত সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগরের উপর তটরেখা রয়েছে। এটি নদীর দ্বীপ বা গ্রেটার বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশবিশেষ। অন্যান্য নদ-নদীর মধ্যে রয়েছে মধুমতি, ভৈরব ও কপোতাক্ষ। এছাড়াও, অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে খুলনা বিভাগের অবস্থান উত্তর অক্ষাংশ হতে উত্তর অংশে এবং পূর্ব দ্রাঘিমা হতে পূর্ব দ্রাঘিমায়।

পাট চাষের ইতিকথা

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশের মধ্যে মাত্র ডজন খানেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে পাটের আবাদ হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, নেপাল, মিয়ানমান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও ব্রাজিল। তবে এক সময় বাংলাদেশ বাণিজ্যিক দিক থেকে এক্ষেত্রে একচেটিয়া সুবিধাপ্রাপ্ত দেশ হিসাবে বিবেচিত হত। বিশ্ব বাজারের ৮০% পাট আমাদের দেশ থেকে সরবরাহ করা হত। বিগত শতাব্দীর ৭০ এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল শীর্ষে। ১৯৭৮ সাল নাগাদ ভারত পাট উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশকে ছাড়িয়ে যায় এবং প্রথম স্থান দখল করে। আমাদের অবস্থান দ্বিতীয়। বাণিজ্যিকভাবে আমাদের এ অঞ্চলের পাট চাষের সূচনা করে বৃটিশরা। ১৮৭৩ সালে এইচ সি কারকে চেয়ারম্যান করে পাট বিষয়ক একটি কমিশন গঠন করে বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী। এই কমিশন পাট চাষের সূচনা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তাদের কাছে প্রতিবেদন চেয়ে পাঠায়। কমিশন বাংলায় পাট চাষ এবং ব্যবসার উপর প্রতিবেদন শিরোনামে ১৮৭৭ সালে প্রাপ্ত তথ্যাদি প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনের তথ্য থেকে দেখা যায় ঊনবিংশ শতকের ৪ এর দশক ও তার কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের রংপুরে পাটের আবাদ শুরু হয়। ক্রমশ তা সারাদেশে বিস্তার লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় পাট চাষের সাথে জড়িয়ে পড়ে এ ভূ-খন্ডের কৃষক। কৃষি অর্থনীতিতে জায়গা দখল করতে থাকে সোনালী আঁশ। একে ভরসা করে পরবর্তীতে গড়ে ওঠে পাট শিল্প।

পাট ও পাট শিল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ। এদেশের ২০ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ৫১ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় যা পৃথিবীর মোট উৎপাদিত পাটের প্রায় ৭৫%। পাটের উপর দেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল। এ সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের আগে পর্যন্ত এ ভূখণ্ডে কোন পাট শিল্প গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল। ধারাবাহিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং খুলনা অঞ্চলে পাটকল গড়ে ওঠে। বর্তমানে চালু পাটকলগুলোতে প্রায় পাঁচ লক্ষ মে.টন পাটজাত দ্রব্য তৈরি হয় যা বিদেশে রপ্তানী করে প্রায় তিনশ মিলিয়ন ডলার আয় হয়। সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বেড়েছে। স্বাধীনতাত্তোর রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল ছিল ৭৮টি। ২০০৪ সাল নাগাদ লোকসানের অজুহাতে বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয় প্রায় ৬০টি। বর্তমানে বিজেএমসি-র অধীন পাটকলের সংখ্যা ২২টি। গত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা খুলনা/যশোর অঞ্চলের বিজেএমসি-র নিয়ন্ত্রিত ৯টি পাটকলের অবস্থা সংকটাপন্ন। শ্রমিকদের জীবন জীবিকা দুর্বিষহ।

বিশ্বের প্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশগুলোর পাট চাষাধীন মোট জমি, মোট উৎপাদন ও একর প্রতি উৎপাদনের চিত্র, ২০০০-২০০৪ সময়ে

দ্রুন্টক্র ও	থা[[চ্যা[[ও				থা[[চ্যা[থ ও				থা[থ চ্যা[ধ ও				থা[ধ চ্যা[ন ও			
	দ্রুওদ্রুও ংক্টস্দ্ধওে্ওস দ্ধস ড়স্টডও ডেক্টু ও		ু ও দ্রুওে ও ংক্টস্দ্ধ	ঙ ও	ষ্টদ্রুওদ্রুও ংক্টস্দ্ধওে্ওস কৈ ও	ু ও দ্রুও	ংক্টস্দ্ধডেও কৈ ও	দ্ধক্ষংস্টডওঙং	ষ্টদ্রুওদ্রুও ংক্টস্দ্ধওে্ওস	ু ও দ্রুওে ও ংক্টস্দ্ধ ডেক্টু ও	দ্ধস ড়স্টডও	ঙ ও	ষ্টদ্রুওদ্রুও ংক্টস্দ্ধওে্ওস	ু ও দ্রুওে ংংক্টস্দ্ধডে কৈ ও	দ্ধ ড়স্টডং	ঙ ও
৵ ও	থও	ধও	নও	পও	ফও	বও	ভও	মও	৵[ও	৵ ও	৵থ ও	৵ধ ও	৵ন ও	৵প ও	৵ফ ও	৵ব ও ৵ভ ও ৵ম ও থ[ও থ৵ ও
ংষ্ঠওগুশ্চস্টুশ্চদ্ধং৵ষ্ব ও	ণিত্ত ও	ণিবন ও	ধর্ণ[ও	&l&৵ণথভ ও	ণিমথ ও	ণিবথ ও	ধর্ণ[ও	&l&৵র্ণপ ও	ণিবভ ও	ণিবন ও	থপর্ণ[ও	&l&৵র্ণপ ও	ণিবথ ও	ণিফভ ও	থনর্ণ[ও&l&	
থষ্ঠওউশ্চস্ক্ষ	থথ্বফ ও ৵ণফথ ও	ণিবপ ও	ফর্ণ[ও	& থণনগু৵ণভম ও	ণিবভ ও	ফথর্ণ[ও	& থণপধও	থর্ণ[ফ ও	ণিত্ত ও	ফফর্ণ[ও	& থণধবও	৵ণমভ ও	ণিভধ ও	ফবর্ণ[ও&		
ধষ্ঠওস্তুক্তৈও	ণ্বিথ ও	ণ্বিধ ও ৵র্ণথ ও	পর্ণ[ও	&& ণ্বিথ ও	ণ্বি ও	ণিভফ ও	নর্ণ[ও	&& ণ্বিন ও	ণ্বিফ ও	৵থ্বথ ও	পর্ণ[ও	&& ণ্বিন ও	ণ্বিব ও	৵থ্বপ ও	ফর্ণ[ও&&৫	
নষ্ঠওদ্রুঙ্গশ্চট্রৈশ্চত্ত	র্ণিব ও	র্ণিধ ও	ণিধফ ও	৵র্ণ[ও	&& ণ্বিধ ও	র্ণিপ ও	ণিধভ ও	থর্ণ[ও	&b ণ্বিপ ও	র্ণিন ও	ণিথম ও	৵র্ণ[ও	&b ণ্বিপ ও	র্ণিন ও	ণিথম ও ৵র্ণ[	ও&&
পষ্ঠওীস্শ্চু ও	র্ণিন ও	র্ণিথ ও	ণিনথ ও	৵র্ণ[ও	&b র্ণিধ ও	র্ণিথ ও	ণিপম ও	[র্ণ[ও	&& র্ণিধ ও	র্ণিথ ও	ণিপম ও	৵র্ণ[ও	&b র্ণিধ ও	র্ণিথ ও	ণিপম ও ৵র্ণ[	ও&b
ফষ্ঠওশ্চৈয়্ স্ক	র্ণিপ ও	র্ণিধ ও	ণিফথ ও	৵র্ণ[ও	&& র্ণিম ও	র্ণিফ ও	ণিফথ ও	থর্ণ[ও	&& র্ণিভ ও	র্ণিফ ও	ণিফব ও	থর্ণ[ও	&& র্ণিফ ও	র্ণিন ও	ণিপম ও ৵র্ণ[	ও&&
ৢগু দ্রুশ্চক্ক	ধণপপও	থণফন্ত	ণিবন ও ৵[র্ণ[৩ b	নর্ণ[ব ও	ধর্ণ[প ও	ণিবপ ও	[র্ণ[ও b	ধণমভও	ধথ্বথ ও	ণিবভ ও ৵[র্ণ[৩ b	ধণভর্[ও	থণমবও	ণিবভ ও [র্ণ[৵ b			

ন্ম

বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন এবং এলাকার পরিমাণ

ঙ্গ ও	ংক্টস্শ্চ্রৈজ[[ঞৈঝৈ ও	শুচুশ্চওজ[[ুঝ ও
ৰমমধ ঢমনও	ভ[ভ ও	ৰভথ ও
ৰমমন ঢমপও	মফনও	ৰধভধ ও
ৰমমপ ঢমফও	বধম ও	ৰধধ ও
ৰমমফ ঢমবও	ভভধ ও	ৰথপধ ও
ৰমমব ঢমভও	ৰ[পব ও	ৰনথব ও
ৰমমভ ঢমম ও	ভ্রথ ও	ৰভ্র ও
ৰমমম ঢথা[[ও	ৰ ও	ৰ[[ভ ও
থা[[ঢ[ও	ভথ ও	ৰ[ব ও
থা[ঢ[থ ও	ভপমও	ৰথভ ও
থা[থ ঢ[ধ ও	ভা[ও	ৰ[বম ও
থা[[ধ ঢ[ন ও	বমনও	ৰ[[ভ ও
থা[ন ঢ[প ও	ৰ[ধপ ও	মফপও
থা[প ঢ[ফ ও	ভধভ ও	মধম ও
থা[ফ ঢ[ব ও	ভবমও	ৰ[ধন ও
থা[ব ঢ[ভ ও	ভধথ ও	ৰ[ভম ও

পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র এ ভূখণ্ড

বাংলাদেশ পাট উৎপাদনের উর্বর ক্ষেত্র। এদেশের মাটি, পানি, জলবায়ু, পরিবেশ পাট চাষের উপযোগী। তুলনামূলক সুবিধা এবং বিদ্যমান বাস্তবতায় এ দেশের কৃষি এবং শ্রমজীবি মানুষের প্রচেষ্টায় এ এলাকায় পাটের উৎপাদন যেমন বেশি। ফলে কাঁচা পাট ও পাটপণ্য রপ্তানীর পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। পাট জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিজেএমসি-র নিয়ন্ত্রিত জুট মিল ও তার বর্তমান পরিস্থিতি

মজুরীর সাথে শ্রমিকের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক নিবিড়। একজন শ্রমিক তার কায়িক এবং মানসিক শ্রমের যদি যথাযথ মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হবে তেমনি তার জীবন-জীবিকাও দুর্বিসহ হতে বাধ্য। আমরা লক্ষ্য করি, বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষ একটা মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে, পাট শিল্পের শ্রমিকেরা মজুরী ও বিভিন্ন দাবিতে উৎপাদন বন্ধ করে আন্দোলনে নেমেছে। এ প্রসংগে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হলো।

মজুরী এবং জীবন জীবিকা

একজন শ্রমিকের মজুরী প্রচলিত বাজারব্যবস্থা ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে সমন্বয়হীন হলে জীবন ও জীবিকা সংকটাপন্ন হয়। মজুরীর সাথে উৎপাদনশীলতা এবং জীবন-জীবিকার সম্পর্ক বিদ্যমান। মজুরী কম হলে জীবন-জীবিকার সংকট বাড়ে। কতগুলো সূচকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়।

বিশ্বে কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান, ১৯৯৮-২০০৩ সময়ে

	কাঁচা পাট								পাটজাত পণ্য							
বছরসমূহ	বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব		বাংলাদেশ			ভারত			বিশ্ব	
	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %	স্থান	মিঃ টন	অংশ, %
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৯৯৮-১৯৯৯	০.৩২	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩৪	১০০.০	০.৪০	৫৩.০	I	০.২৪	৩২.০	II	০.৭৫	১০০.০
১৯৯৯-২০০০	০.৩০	৯৪.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩২	১০০.০	০.৪৩	৬২.০	I	০.১৬	২৩.০	II	০.৬৯	১০০.০
২০০০-২০০১	০.২৮	৯০.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩১	১০০.০	০.৩৮	৫৯.০	I	০.১৮	২৮.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০১-২০০২	০.২৫	৮৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৩০	১০০.০	০.৪১	৬৪.০	I	০.১৫	২৩.০	II	০.৬৪	১০০.০
২০০২-২০০৩	০.৪১	৯৩.০	I	০০.০	০০.০	-	০.৪৪	১০০.০	০.৪০	৫৯.০	I	০.১৯	২৮.০	II	০.৬৮	১০০.০

পাট রপ্তানীর তুলনামূলক চিত্র

সময়	মোট রপ্তানী (কোটি টাকা)	পাট রপ্তানী (কোটি টাকা) (কাঁচা পাট এবং পাট পণ্য)	মোট রপ্তানীতে পাটের অংশ (%)
১৯৯৩-৯৪	৯৭৯৯	১২১২	১২.৩৭
১৯৯৪-৯৫	১৩১৩০	১৬২১	১২.৩৫
১৯৯৫-৯৬	১৩৮৫৭	১৫৩৪	১১.০৭
১৯৯৬-৯৭	১৬৫৬৪	১৮৬৮	১১.২৮
১৯৯৭-৯৮	২০৩৯৩	১৮১২	৮.৮৯
১৯৯৮-৯৯	২০৮৫১	১৪৩৮	৬.৯০
১৯৯৯-২০০০	২৪৯২৩	১৫০১	৬.০২
২০০০-০১	৩২৪১৯	১৬৭৬	৫.১৭
২০০১-০২	৩০৯৩৪	১৭৭৭	৫.৭৪
২০০২-০৩	৩৩২৪২	১৬৭৩	৫.০৩
২০০৩-০৪	৪০৫৮১	১৭২৫	৪.২৫
২০০৪-০৫	৫০৮৩৫	২২৪১	৪.৪১
২০০৫-০৬	৬২৬০১	৩০১৯	৪.৮২
২০০৬-০৭	৭৮৯৩১	৩৫৭৯	৪.৫৩
২০০৭-০৮	৮৬২৮৩	৩৬৩০	৪.২১

মজুরী-উৎপাদনশীলতা-রপ্তানী-জীবন জীবিকা একটি চক্রাকার প্রবাহ

মিলের শ্রমিকদের মজুরী কম বা না পাওয়া অর্থাৎ বকেয়া থাকার কারণে উৎপাদনশীলতা নিম্নমূখী। উৎপাদন কমার ফলে পাটজাত পণ্যের রপ্তানী কমবে। এ কারণে রপ্তানী আয় কমবে, মিলের স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হবে। শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হবে। শ্রমিকেরা উৎপাদনে আগ্রহ হারাবে এবং উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। এটি একটি চক্রাকার প্রবাহ।

বকেয়া মজুরী [শ্রমিক অসন্তোষ [নিম্ন উৎপাদন [কম রপ্তানী [কম আয় [জীবন-জীবিকার সংকট [উৎপাদনে অনাগ্রহ [উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি [বকেয়া মজুরি।

৬/৭ কোথাও ৮ মাস বকেয়া।
এ সময়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের পরিবারে চলছিল নিরব দুর্ভিক্ষ।
প্রতিবাদে খোরা/থালা এবং ঝাড়ু মিছিল হয়েছিল।
বুভূক্ষু শ্রমিকেরা মহাসড়কে ঈদের নামাজ পড়েছিল।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের বঞ্চনার শেষ কোথায়? কেউ জানে না

পাট শিল্পের সাথে শ্রমজীবি মানুষ অস্থায়ী, স্থায়ী মিলিয়ে যৌবন-জীবনের প্রায় সবটুকু শ্রম-ঘাম নিঃশেষ করেছেন, নিজের অর্জিত পি.এফ এবং গ্রাচুইটি বাবদ পাওনা কখন পাবেন, কীভাবে পাবেন, কার

বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত খুলনা-যশোর অঞ্চলের পাটকলগুলোর প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন শুরু, জাতীয়করণ এবং তাঁত সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (সাল)	উৎপাদন শুরু (সাল)	তাঁত সংখ্যা			মোট
			হেসিয়ান	সেকিং	সিবিসি	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১৯৫২	১৯৫৪	৬৯৪	৩৩৯	১০৩	১১১৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৯৫৫	১৯৫৮	৬০২	২৭৩	৮২	৯৫৭
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯৫২	১৯৫৪	৫১৬	৩২৪	৮৩	৯২৩
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৭	১৫৫	১০১	৩৫	২৯১
আলীম জুট মিলস লিঃ	১৯৬৪	১৯৬৮	১৬২	৮৮	-	২৫০
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৯৬৩	১৯৬৫	-	-	৮৬	৮৬
জেজেআই	১৯৬৬	১৯৭০	৩০০	১০০	৫৬	৪৫৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৯৫৬	১৯৫৮	৫৬০	২০০	-	৭৬০
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৯৫৪	১৯৫৫	১৭০	৮০	-	২৫০

* ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭ বলে সংশ্লিষ্ট পাটকলগুলো জাতীয়করণ করা হয়।

উপকরণ (পাট) মজুদ/ক্রয়ের বাস্তব অবস্থা

প্রতিষ্ঠানের নাম	০১/০৭/২০১৪ থেকে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	দৈনিক পাটের চাহিদা	আজকের আমদানী (২০/০৪/২০১৫) (কুইন্টাল)	০১/০৭/২০১৪ থেকে ২০/০৪/২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ক্রয়	অর্জিত হার (ক্রয়ের হার)	২০/০৪/২০১৫ পর্যন্ত মজুত					সর্বমোট কভারেজ (কত দিন)
						মিল ঘাট		ক্রয় কেন্দ্র			
						পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুইন্টাল)	কভারেজ (কত দিন)	পরিমাণ (কুইন্টাল)	
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	২৭,৯,৪৫৮ কুইনটাল	৯৩৬ কুইনটাল	৮০	৭১,৫৪৩	২৬%	৪,২৩৫	৫	১,২৭৬	১	৫,৫১১	৬
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২১,৭,৪৬৮ কুইনটাল	৭৫১ কুইনটাল	-	৫২,০০৫	২৪%	৩,৭৮৫	৫	১,৬৭৯	২	৫,৪৬৪	৭
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৯,৮,৫২৯ কুইনটাল	৬৯২ কুইনটাল	-	৮৬,৩৭৭	৪৩%	১৬,৬৪৫	২৪	৩,০৩৭	৪	১৯,৭১৮	২৮
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৭১,৩২৭ কুইনটাল	২৫২ কুইনটাল	১৬০	২৪,২৭৫	৩৪%	১,৮১১	৭	৭২১	৩	২,৫৩২	১০
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৭,২৯৫ কুইনটাল	১৯৮ কুইনটাল	-	১১,৮৩৮	২০%	-	-	-	-	-	-
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩১,৩৭২ কুইনটাল	১১২ কুইনটাল	-	২২,২৯০	৭১%	১,৪৭৯	৫	৭৩	১	১,৫৫২	৬
জেজেআই	৯৮,৭৬৯ কুইনটাল	৩৩৫ কুইনটাল	-	২৬,২০০	২৭%	১,৭৯৭	৫	৪৪০	১	২,২৩৭	৬
স্টার জুট মিলস লিঃ	১,৩৮,০২৬ কুইনটাল	৪৭৭ কুইনটাল	-	৩২,০১৯	২৩%	৪,৭৪০	১০	২,৫২৮	৫	৭,২৬৮	১৫
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	৬১,১৮৯ কুইনটাল	২০৯ কুইনটাল	-	১৭,৭৫০	২৯%	৬৪৬	৩	৫৬১	৩	১,২০৭	৬

খুলনা অঞ্চলের মিলে পাট মজুদের অবস্থা হতাশাব্যাঞ্জক

ঢাকা-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিজেএমসি-র জুট মিলের পাট মজুত/ক্রয় পরিস্থিতির খতিয়ান: (এপ্রিল ২০১৪ সময়ে হিসাব)

অঞ্চল	প্রতিষ্ঠানের নাম	পাট মজুদের পরিমাণ (দিন)
চট্টগ্রাম	আমীন জুট মিলস্ লিঃ	৫ দিন
চট্টগ্রাম	হাফিজ জুট মিলস্ লিঃ	৩১ দিন
চট্টগ্রাম	এম. এম জুট মিলস্ লিঃ	১৭ দিন
চট্টগ্রাম	বিডি সিএফ লিঃ	৩২ দিন
চট্টগ্রাম	গুল আম্মেদ জুট মিলস্ লিঃ	১৫ দিন
চট্টগ্রাম	আর আর জুট মিলস্ লিঃ	৪১ দিন
ঢাকা	বাংলাদেশ জুট মিলস্ লিঃ	২৮ দিন
ঢাকা	জাতীয় জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	করিম জুট মিলস্ লিঃ	২২ দিন
ঢাকা	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস্ লিঃ	৬৪ দিন
ঢাকা	রাজশাহী জুট মিলস্ লিঃ	৫০ দিন
ঢাকা	ইউএমসি জুট মিলস্ লিঃ	৪২ দিন

মজুরীর অবস্থা	ক্যালরি হিসাবে খাদ্য গ্রহণ	শিক্ষার প্রবণতা	ক্রয় ক্ষমতা	চিকিৎসা সেবা	পোশাক পরিচ্ছদ	জীবন জীবিকার ঝুঁকি	সঞ্চয় প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	অপরাধ প্রবণতা
মজুরী কম/বকেয়া	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	কমবে	কমবে	কমবে	বাড়বে	নিম্নমূখী	নিম্নমূখী	বাড়বে
সঠিক মজুরী/নিয়মিত মজুরী	স্বাভাবিক	উর্ধ্বমূখী	বাড়বে	স্বাভাবিক	স্বাভাবিক	কমবে	উর্ধ্বমূখী	উর্ধ্বমূখী	কমবে

মাধ্যমে পাবেন, মৃত্যুর পর (?) এ অর্থের মালিক কে হবেন, ভোগইবা করবেন কে? তার হিসাব এখন মেলানো যাবে না। সবই অনিশ্চয়তা, বঞ্চনা আর বাকী খাতার হিসাব।

এখানে শতকরা হিসাব হলো স্থায়ী, অস্থায়ী/দৈনিক ভিত্তিক যে শ্রমশক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকার কথা বাস্তবে তার কত ভাগ নিযুক্ত ছিল সেই হার। (কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ নষ্ট ইত্যাদি কারণে কর্মে নিযুক্ত হতে পারেনি)

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলের সংকটের কারণে আর্থ-সামাজিক প্রভাব

(পাট শিল্প এবং কৃষি অর্থনীতি বিশেষ করে, পাট চাষীদের উপর প্রভাব)

মূলত পাট শিল্পের কাচাঁ মাল পাট। এক সময় পাটকে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ বলা হত। এখন বলা হয় সোনালী আঁশ কৃষকের গলার ফাঁস। কারণ পাট শিল্প শ্রমিকদের অসন্তোষসহ অন্যান্য কারণে পাট শিল্প ধ্বংস হচ্ছে। ফলে অভ্যন্তরীণভাবে পাটের চাহিদা কমছে। পাটের উৎপাদনও হ্রাস পাচ্ছে।

শ্রমজীবি মানুষের মজুরী ভোগান্তি চলছেই

(বকেয়া মজুরী/বেতনের হিসাব- আগষ্ট ২০০৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের)

প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রমিকদের অপরিশোধিত সাপ্তাহিক মজুরী		কর্মচারীদের অপরিশোধিত বেতন		গত ০৬/০৭ সালের পাওনা
	সময়	টাকা	সময়	টাকা	ঈদুল আযহার উৎসব বোনাস
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১১ সপ্তাহ	৫ কোটি ৭৯ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ৮০ লক্ষ	২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৬ কোটি ৭৭ লক্ষ	৫ মাস	১ কোটি ৭৯ লক্ষ	২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	১৬ সপ্তাহ	৬ কোটি ৬ লক্ষ	৬ মাস	২ কোটি ১৫ লক্ষ	১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	১৯ সপ্তাহ	২ কোটি ২০ লক্ষ	৫ মাস	৭৫ লক্ষ	৫৬ লক্ষ টাকা
আলীম জুট মিলস লিঃ	২৭ সপ্তাহ	২ কোটি ৫১ লক্ষ	৮ মাস	৮৬ লক্ষ	৫৩ লক্ষ টাকা
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	১ কোটি ৪ লক্ষ	৪ মাস	৫২ লক্ষ	৩০ লক্ষ টাকা
জেজেআই	১৫ সপ্তাহ	২ কোটি ২৫ লক্ষ	৩ মাস	৬৭ লক্ষ	৯১ লক্ষ টাকা
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৪ সপ্তাহ	৫ কোটি ২১ লক্ষ	৪ মাস	১ কোটি ১২ লক্ষ	১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা

বিগত ০৪ (চার) বছরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলের অবসরে যাওয়া শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ এবং গ্রাচুইটির বিবরণী:

ক) গ্রাচুইটি

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৭০	৩০১.৩৩	২৬.৯৫	২৭৪.৩৮	৫৮	২৬৪.৪৩	৪.০৮	২৬০.৩৫
কর্মচারী	৯	৭৭.৭৭	০.১৬	৭৭.৬১	১৫	৮৯.১৩	২.১৭	৮৬.৯৬
কর্মকর্তা	২	৩০.৫২	২.১২	২৮.৪০	০	০	০	০.০০
মোট	৮১	৪০৯.৬২	২৯.২৩	৩৮০.৩৯	৭৩	৩৫৩.৫৬	৬.২৫	৩৪৭.৩১

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৬৩	৩১০.৭১	০	৩১০.৭১	৭৭	৩৪৩.৮৯	০.০৭	৩৪৩.৮২
কর্মচারী	৫	৩৪.০৪	২.১২	৩১.৯২	১৬	১৪৭.০৯	০	১৪৭.০৯
কর্মকর্তা	০	০	০	০.০০	৩	৯১.৩৫	০	৯১.৩৫
মোট	৬৮	৩৪৪.৭৫	২.১২	৩৪২.৬৩	৯৬	৫৮২.৩৩	০.০৭	৫৮২.২৬

খ) পিএফ

বিবরণ	২০১২-১৩				২০১৩-১৪			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৪২	১৩৬.০১	৮১.৫৫	৫৪.৪৬	৪০	১২৫.৬৮	৫৪.২৯	৭১.৩৯
কর্মচারী	৮	৫৬.৬৭	২১.৫০	৩৫.১৭	১৩	৫০.৪৭	১৪.৭৯	৩৫.৬৮
কর্মকর্তা	০	-	-	-	০	-	-	-
মোট	৫০	১৯২.৬৮	১০৩.০৫	৮৯.৬৩	৫৩	১৭৬.১৫	৬৯.০৮	১০৭.০৭

বিবরণ	২০১৪-১৫				২০১৫-১৬			
	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা	সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা	অবশিষ্ট টাকা
শ্রমিক	৫৩	১৪৪.১৩	২২.৫১	১২১.৬২	৭৩	২৩০.১৪	৬.৫৫	২২৩.৫৯
কর্মচারী	৬	২২.৫৫	৭.১০	১৫.৪৫	১১	৬৩.০৬	১.৫৫	৬১.৫১
কর্মকর্তা	২	১২.২৯	৪.৩০	৭.৯৯	৬	৪৭.৬২	১৮.৯০	২৮.৭২
মোট	৬১	১৭৮.৯৭	৩৩.৯১	১৪৫.০৬	৯০	৩৪০.৮২	২৭	৩১৩.৮২

উল্লেখিত মিলসগুলোর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত এবং বকেয়া গ্রাচুইটির বিবরণ:

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/পরিশোধ	অবশিষ্ট/বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২৬৮	৪৫	৫	৩১৮	১৬৯০.২৬	৩৭.৬৭	১৬৫২.৫৯
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ	১৪৬	৩৩	-	১৭৯	৯২১.১৮	৭৬.৫৩	৮৪৪.৬৫
ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ	৩১১	৫৪	১৭	৩৮২	১৯৬১.৬৩	৫৭০.২০	১৩৯১.৪৩
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪০৬	৬৩	১৭	৪৮৬	২৭৯৬.৩১	২৫৫৪.২৫	২৪২.০৬

উল্লেখিত মিলগুলোর অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের প্রাপ্য, পরিশোধিত এবং বকেয়া পিএফ এর বিবরণ:

(২০১২-১৩ থেকে ২০১৫-১৬) লক্ষ টাকায়

মিলের নাম	অবসরে যাওয়া শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা				প্রাপ্য টাকা	প্রদত্ত টাকা/পরিশোধ	অবশিষ্ট/বকেয়া মোট
	শ্রমিক	কর্মচারী	কর্মকর্তা	মোট			
যশোর জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ	২০৮	৩৮	৮	২৫৪	৮৮৮.৬২	২৩৩.০৪	৬৫৫.৫৮
ইষ্টার্ন জুট মিলস্ লিঃ	-	-	-	১৭৮	৯৬১.০০	৪১৬.৯১	৫৪৪.০৯
ষ্টার জুট মিলস্ লিঃ	২২৪	২৭	১৭	২৬৮	৭৫৫.৯২	২৫৮.৮৩	৪৯৭.০৯
প্লাটিনাম জুট মিলস্	৪৩৭	৬২	২৪	৫২৩	১৩১০.৮৯	৭৫৩.৯১	৫৫৬.৯৮

উৎপাদনের প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান অনেক (২০ এপ্রিল ২০১৫ এর পরিসংখ্যান)

প্রতিষ্ঠানের নাম	তাঁত হেসিয়ান, সেফিং, সিবিসি চালু থাকার কথা	চালু ছিল	চালু থাকার হার (%)	স্থায়ী শ্রমিক (কর্মরত) জন	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব উৎপাদন	উৎপাদনের হার
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	১০৬১	৫১৪	৪৮.৪৪%	৩৪৯৬	৮৯.১১ মেঃ টঃ	২৫.০৮ মেঃ টঃ	২৮.১৪%
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	৭৮৯	৫৪৬	৬৯.২০%	৩৩৪২	৭১.৫৫ মেঃ টঃ	১২.১০ মেঃ টঃ	১৬.৯১%
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	৬২০	৪৬৭	৭৫.৭২%	২৭৩৭	৬৫.৯১ মেঃ টঃ	৩১.১২ মেঃ টঃ	৪৭.২১%
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	২৩৩	১৪৭	৬৯.০৯%	১০৫৭	২৪.০১ মেঃ টঃ	১২.৩৪ মেঃ টঃ	৫১.৩৯%
আলীম জুট মিলস লিঃ	২০৬	৬০	২৯.১২%	৫৫৩	১৮.৮২ মেঃ টঃ	০৬.০৪ মেঃ টঃ	৩২.০৯%
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৬০ (শুধু সি.বি.সি)	৫২(শুধু সি.বি.সি)	৮৬.৬৬%	৫৯২	৯.৩৫ মেঃ টঃ	০৫.০১ মেঃ টঃ	৫৩.৫৮%
জেজেআই	৩৮২	১৯৪	৫০.৭৮%	১২৯৮	৩১.৯৩ মেঃ টঃ	০৭.৭১ মেঃ টঃ	২৪.১৪%
স্টার জুট মিলস লিঃ	৫৫৫	৩৯৫	৭১.১৭%	২১৭৬	৪৫.৪৬ মেঃ টঃ	১২.০৭ মেঃ টঃ	২৬.৫৫%
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	১৮৫	৬১	৩২.৯৮%	৫১১	১৯.৯২ মেঃ টঃ	০৬.৩৪ মেঃ টঃ	৩১.৮২%

স্থায়ী-অস্থায়ী এবং দৈনিক ভিত্তিক শ্রমিকের কর্মে নিযুক্তির খতিয়ান (২০/০৪/২০১৫ইং)

প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মরত শ্রমিক		মোট (জন)	হার %	মন্তব্য
	স্থায়ী	অস্থায়ী/দৈনিক			
ক্রিসেন্ট জুট মিলস লিঃ	৩১২৯	৩৬৭	৩৪৯৬	৭৫%	
প্লাটিনাম জুট মিলস লিঃ	২৯১৫	৪২৭	৩৩৪২	৮৪%	
পিপল্‌স জুট মিলস লিঃ (খালিশপুর জুট মিল)	-	২৭৩৭	২৭৩৭	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।
ইষ্টার্ণ জুট মিলস লিঃ	৯৫৯	৭০	১০২৯	৮৪%	
আলীম জুট মিলস লিঃ	৫৫০	৩৪	৫৮৪	৬৫%	
কার্পেটিং জুট মিলস লিঃ	৩৪৩	২৪৯	৫৯২	৯৬.৮৯%	
জে.জে.আই	১০০৮	২৯০	১২৯৮	৭১%	
স্টার জুট মিলস লিঃ	১৭৮৯	৩৮৭	২১৭৬	৭৪%	
দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ	-	৫১১	৫১১	১০০%	সব অস্থায়ী এবং যা কর্মে নিযুক্ত তাকে সর্বোচ্চ অর্জন ধরা হয়।

অর্থকরী ফসল	জমির পরিমাণ	উৎপাদনের পরিমাণ
পাট	১১ লক্ষ ২৮ হাজার একর	৮ লক্ষ ৫৯ হাজার মে.টন
চা	১ লক্ষ ২০ হাজার একর	৫৭ হাজার মে.টন
আখ	৪ লক্ষ ২ হাজার একর	৬৫ লক্ষ ২ হাজার মে.টন
তুলা	৫ হাজার একর	৫ হাজার মে.টন
তামাক	৭৫ হাজার একর	৩৮ হাজার মে.টন

পাট চাষীরা পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। কৃষি অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। নিচে পাট চাষাধীন জমি এবং উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হল।

পাট শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী এবং স্থানীয় বাজারে এর প্রভাব

প্রকৃতপক্ষে, খুলনা অঞ্চলের ৯টি পাট কলের উপর নির্ভর করে এ অঞ্চলে কতগুলো বাজার গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ৯টি পাটকলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা যুক্ত হলেও পরোক্ষভাবে এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ ও সেবাখাত সর্বোপরি, কৃষি পণ্য ও তার বাজার সম্প্রসারিত হয়। শ্রমিকরা মজুরী না পেলে তাদের ক্রয় ক্ষমতা কমে এবং অন্যান্য খাতের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উল্লেখ্য, শিল্প নগরী খুলনার প্রাণ খালিশপুর এখন নিরব-নিথর।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকুরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

	খাদ্য গ্রহণ (ক্যালরি)	কাজের নিশ্চয়তা	শিক্ষা	ক্রয় ক্ষমতা	স্বাস্থ্য	সামাজিক মর্যদা	সামাজিক সম্পর্ক	জীবন জীবিকার ঝুকি	গ্রামীণ শ্রম বাজারে চাপ	শহরের শ্রম বাজারে চাপ	অপরাধ প্রবণতা	ভোগ প্রবণতা	সঞ্চয় প্রবণতা
চাকুরিরত অবস্থা	১৭০০	৮০%	৯৫%	৮০%	৮০%	৮০%	৯০%	২০%	৬০%	৬২%	৫৫%	৭৫%	১০%
চাকুরিচ্যুত অবস্থা	১৪০০	৫০%	৫০%	৬০%	৪০%	৩০%	৩০%	৮০%	৮০%	৭৮%	৮০%	৫০%	০০%

কেস স্টাডি

শ্রমিকের নাম: কওসার বিশ্বাস (৪০)
পিতার নাম: ইব্রাহিম বিশ্বাস
নারায়নপুর, চৌগাছা, যশোর।

সে আলীম জুট মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে এ মিলে বদলি শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করে এবং তিন বছর পর স্থায়ী হয়। এখন সে চাকুরি হারা। এক ছেলে এবং দুই মেয়ে স্কুলে পড়ে। নিজের বাড়ী না থাকায় ভাড়া বাড়ীতে থাকে। বর্তমানে পেশা পরিবর্তন করে দিন মজুর হিসাবে ১৭০-২০০ টাকা আয় করে। দিনমজুরের কাজও প্রতিদিন জোটে না। মিলের বকেয়া পাওনাও পায়নি। এ অবস্থায় অর্ধাহারে অনাহারে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছে।

শ্রমিকদের চাকুরিরত ও চাকুরিচ্যুত অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

মিল বন্ধের পর দেখা যায় খাদ্য গ্রহণ, কাজের নিশ্চয়তা, ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। জীবন-জীবিকার ঝুঁকি, গ্রামীণ ও শহরে শ্রম বাজারে চাপ, অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।

পাটখাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ক্রমহ্রাসমান

স্বাধীনতার পরে ৭৮টি জুটমিল পরিচালনার জন্য বিজেএমসি দায়ভার গ্রহণ করে। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ এর মধ্যে ৪৪টি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং একটি একীভূত করা হয়। ফলে বিজেএমসির অধীন পাটকল দাঁড়াল ৩৮টি। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যংকের পাটখাতে সংস্কার কর্মসূচীর ফলে ১১টি বন্ধ/বিক্রি ও একীভূত করা হয়। সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ এ। বর্তমানে চালু আছে ২২টি। অবশ্য বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত পাটকল এবং সহায়ক কারখানা ঢাকা অঞ্চলে ৬ টি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১০ টি, খুলনা অঞ্চলে ৯ টি।

রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রস্তাবিত দাবী, কর্মসূচি ও অভিঘাত:
(জুলাই ২০১৪ তে উত্থাপিত দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচি এবং অভিঘাত)

দাবীসমূহ

১. বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) কে হোল্ডিং কোম্পানীতে এবং এর অধীন মিলসগুলোকে সাবসিডিয়ারি কোম্পানীতে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।
২. সরকারিভাবে পাটকে কৃষি পণ্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশের বৃহত্তম পাটপণ্য উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির ক্ষেত্রে ২০% ভূর্তকি প্রদান বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. বিজেএমসির আর্থিক দৈন্যতা দূর করার লক্ষ্যে পাট পণ্যের বাধ্যতামূলক মোড়কীকরণ আইন ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. পঞ্চাশ দশকে স্থাপিত মিলগুলোর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিলগুলোকে বিএমআরই করার জন্য জরুরিভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে।

৫. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর বিদ্যমান ১০% সাবসিডি আদায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৬. সরাসরি বৈদেশিক বিক্রির উপর প্রাপ্য ডিউটি-ড্র ব্যাক বিজেএমসি কর্তৃক আদান সহজিকরণ করার জন্য ডেডো অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৭. ১০০% রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিজেএমসির মিলসগুলোকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের মাধ্যমে সরকার কর্তক বিক্রিত মিলগুলোর বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

৯. সরকার কর্তৃক বেপজাকে হস্তান্তরিত আদমজী জুটমিল বাবদ প্রাপ্য অর্থ বিজেএমসিকে ফেরত দিতে হবে।

১০. শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(কর্মসূচি)	(অভিঘাত)
১. ০২/০৭/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০৫/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০.০০ ঘটিকায় গেট সভা করে ২ (দুই) ঘন্টা বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ২. ০৬/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা রাজপথে ১ (এক) ঘন্টা মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। ৩. ০৭/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকার ১০.০০ ঘটিকা মিলের প্রধান কার্যালয় ২ (দুই) ঘন্টা ঘেরাও করা হবে। ৪. ০৮/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে সকাল ১১.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ১ (এক) ঘন্টা রাজপথ অবরোধ করা হবে। ৫. ০৯/০৭/২০১৪ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ থেকে দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত মিলের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখে অনশন কর্মসূচী পালন করা হবে। ইত্যবসরে, ২৫/০৬/২০১৪ ইং তারিখ থেকে ০১/০৭/২০১৪ ইং তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক মিলে দাবী আদায়ের স্বপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল অব্যাহত থাকবে এবং ২৬/০৬/২০১৪ ইং তারিখ রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলোর ডিসি সাহেবকে স্মারক লিটি প্রদান করা হবে একই সাথে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মহোদয়কে ফ্যাক্স যোগে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

২৪ মার্চ ২০১৫ তে উত্থাপিত দাবী/সুপারিশ, কর্মসূচি এবং অভিঘাতঃ

দাবীসমূহঃ

১।

(ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে, অবিলম্বে মিলগুলোকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজার দরে মান সম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে; পাট ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সবপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

(খ) পাট পণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট- ২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাট পণ্য বহুধাকরণ করে; বিদেশী বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

(গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী পাট শিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করে; ২০% বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলোকে বিএমআরই করতে হবে।

২।

(ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন বোর্ড গঠন করে একই দিন ও একই তারিখ হতে তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) ১লা জুলাই ২০১৩ তে ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা, যা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অবিলম্বে ঐ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এরিয়াসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) পাট/কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরী কম দেয়া হচ্ছে যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ঐ সব শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজ প্রদান করতে হবে।

(ঘ) আলীম জুট মিলকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ কোম্পানী লিমিটেডসহ যে সব মিলে শ্রমিকদের চাকুরীর নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করে; ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর, জাতীয় জুট মিল ও কর্ণফুলি জুট মিল বিজেএমসি এর পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলগুলোর শ্রমিকদের বিজেএমসি এর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্থায়ীকরণসহ প্রাপ্যদি প্রদান করতে হবে।

৩।

(ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিল সমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭০০০০০০(১৬১)০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি(বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩ যাহা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/(১৫)/১২৭, তারিখ-৭/২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) মিলের যে সকল শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরীতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয়/নিয়োগ করত; পূর্বের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিল প্রশাসনের নিকট ন্যাস্ত করতে হবে।

৪।

(ক) ১লা জুলাই ২০০৯ থেকে চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায় সংগত পাওনা পিএফ, গ্রাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যে সব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসাবে উত্তোলন করেছে/স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ঐ সকল টাকার লভ্যাংশ প্রদান করত; সমুদয় অর্থ স্ব স্ব ফান্ডে ফেরৎ দিতে হবে।

(গ) মজুরী কমিশন গেজেট ২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫।

(ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মারা গেলে মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্যমূলকভাবে প্রদান করা হয়। ফলে এ অনিয়ম দূর করে: সবাই প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টি.বি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

(খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করত; জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে বদলী শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

(গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজেএমসি এবং এর অধিনস্ত মিলগুলোর সম্পদ ও পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

(কর্মসূচি)	(অভিঘাত)
১. ০৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় দাবী নামার স্বপক্ষে সকল রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকলে একযোগে গেট সভা করা হবে। ২. ০৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল অবস্থিত এমন জেলাগুলির জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। ৩. ০৮/০৪/২০১৫ ইং বুধবার শিফটে শিফটে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৪. ১০/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সব শিল্প এলাকায় পেশাজীবীদের সাথে মত বিনিময় করা হবে। ৫. ১২/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকর ১১ টা প্রত্যেক মিলের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করতঃ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে্ ৬. ১৫/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গলবার সকার ১০.০০ থেকে ১১.০০ টা এক ঘন্টা রাজপথে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হবে। ৭. ১৭/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় সব শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। ৮. ১৯/০৪/২০১৫ ইং রোজ রবিবার সকাল ১০ টা থেকে সকাল ১১ টা এক ঘন্টা রাজপথে বুকে লাল ব্যাজ ধারন করেঃ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ৯. ২১/০৪/২০১৫ ও ২২/০৪/২০১৫ ইং রোজ মঙ্গল ও বুধবার শিফটে শিফটে মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ১০. ২৪/০৪/২০১৫ ইং রোজ শুক্রবার বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় বৃহৎ শিল্প এলাকায় জনসভার মাধ্যমে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।	• শ্রমিক অসন্তোষ। • উৎপাদন ব্যাহত। • সামাজিক বিশৃংখলা। • শ্রম অপচয়। • প্রশাসনিক সংকট। • পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্থ। • রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

সম্প্রতি পাটশিল্প শ্রমিকদের প্রস্তাবিত দাবীসমূহ এবং কর্মসূচি

দাবীসমূহ

১.

ক) পাটের অভাবে প্রত্যেকটি মিলে উৎপাদন এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। ফলে, অবিলম্বে মিলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী করার জন্য পাটক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে কৃষক ও পাটকল উভয়ের সুবিধার্থে পাট মৌসুমে বাজার দরে মানসম্পন্ন কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করে; পাট ক্রয় ও পণ্য বিক্রয়ের সবপর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। সাথে সাথে খরচ কমানোর লক্ষ্যে অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল পাটক্রয় কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

খ) পাট পণ্যের দেশীয় বাজার সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রণীত আইন ২০০২ ও ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট-২০১০ অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পাট পণ্য বহুধাকরণ করে; বিদেশী বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

গ) সরকারিভাবে পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে শিল্পনীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত শিল্পনীতি অনুযায়ী

পাটশিল্পকে কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসাবে গণ্য করে; ২০% বিশেষ আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

ঘ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবিলম্বে মিলগুলোকে বিএমআরই করতে হবে।

২.

ক) পে-কমিশন বোর্ড গঠনের ন্যায় অবিলম্বে রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পে শ্রমিকদের জন্য মজুরী কমিশন বোর্ড গঠন করে; একই দিন ও একই তারিখ থেকে তা ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ১ জুলাই ২০১৩ তে ঘোষিত ২০% মহার্ঘ্য ভাতা, যাহা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হয়েছে তা অবিলম্বে ঐ তারিখ হতে রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের শ্রমিকদের জন্য এরিয়ারসহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) পাট/কাঁচামালসহ অন্যান্য কারণে দীর্ঘদিন যাবত উৎপাদন বিভাগের শ্রমিকদের মজুরী কম দেয়া হচ্ছে যা আইনসিদ্ধ নয়; ফলে আইন অনুযায়ী ঐ সকল শ্রমিকদের বকেয়াসহ মিনিমাম ওয়েজেজ প্রদান করতে হবে।

ঘ) আলীম জুট মিলকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর বন্ধ করতে হবে এবং দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোম্পানী লিমিটেডসহ যে সব মিলে শ্রমিকদের চাকুরীর নথিতে মনগড়া বয়স লেখা হয়েছে তা অবিলম্বে বাতিল করে; ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে বয়স নির্ধারণ করতে হবে।

ঙ) সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে খালিশপুর, দৌলতপুর,জাতীয় জুট মিল ও কর্ণফুলি জুট মিল বিজেএমসি এর পরিচালনায় চালু হয়েছে। চালুকৃত মিলগুলির শ্রমিকদের বিজেএমসি এর অন্যান্য মিলের শ্রমিকদের ন্যায় জোষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে স্থায়িকরণসহ প্রাপ্যদি প্রদান করতে হবে।

৩.

ক) বিজেএমসির প্রধান ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারী ও মিলসমূহের কর্মকর্তাদের ন্যায় মিলসমূহের কর্মচারীদের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন অনুবিভাগ স্মারক নং-০৭০০০০০০(১৬১)০৭০০০০০১৩-৩০১, তারিখ: ৩০/১২/১৩ মোতাবেক PRL ও LUMP Grant সুবিধা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ বাস্তবায়ন ও প্রবিধি অনুলিপি বাস্তবায়ন শাখা-১, সূত্র নং-অর্থ/অধি (বাস্ত-১) বিবিধ ৫৯৫/২৩০ তারিখ ১৯/১১/১৯৯৫ অনুযায়ী প্রাপ্য আনুতোষিক সুবিধা ২.৮৩ যাহা পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের আলোকে

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন সূত্র নং-এডিএম/এস.এফ.৯/৭৩(১৫)/১২৭, তারিখ-০৭/০২/২০১৩ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়েছে। অনুরূপ সুবিধা পাটকল কর্পোরেশনে অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) মিলের যে সব শিক্ষিত শ্রমিক দ্বারা শ্রমিক মজুরীতে কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী হিসাবে সমন্বয়/নিয়োগ করে; আগের মতো ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি ও ক্ষমতা মিল প্রশসনের নিকট ন্যাস্ত করতে হবে।

৪.

ক) ১ জুলাই ২০০৯ থেকে চাকুরীচ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সংগত পাওনা পিএফ, গ্রাচুয়েটির টাকা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। অবিলম্বে তাদের পাওনা পরিশোধ করতে হবে।

খ) যে সব মিল কর্তৃপক্ষ পিএফ থেকে কোটি কোটি টাকা লোন হিসাবে উত্তোলন করেছে/স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোটি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষের ফান্ডে জমা হয়েছে অবিলম্বে সদস্যদের মধ্যে ঐ সব টাকার লভ্যাংশ প্রদান করত; সমুদয় অর্থ স্ব স্ব ফান্ডে ফেরৎ দিতে হবে।

গ) মজুরী কমিশন গেজেট২০১৩ অনুযায়ী শ্রমিকদের পাওনা অবাস্তবায়িত সুবিধাগুলো অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫.

ক) মিলে কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী মারা গেলে মৃত্যুবীমা অনুযায়ী ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ পাওয়ার নিয়ম থাকলেও তা বৈষম্য আকারে প্রদান করা হয়। ফলে, এ অনিয়ম দুর করে; সবাইকে প্রাপ্য ৩৬ মাসের মূল মজুরীর সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা এবং টি.বি ছুটি পূর্বের ন্যায় ৯ মাসের স্ব-বেতনে প্রদান করতে হবে।

খ) মিলসমূহের সেট-আপ সংশোধন করে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে বদলী শ্রমিক স্থায়ী করতে হবে।

গ) পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা দেয়া এবং সর্বোচ্চ ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার লক্ষ্যে বিজিএমসি এবং এর অধিনস্ত মিলগুলোর সম্পদ ও পরিসম্পদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে।

কর্মসূচি:

জুট মিলগুলোর এ অবস্থার কারণ

- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়ন না হওয়া।
- আন্তর্জাতিক বাজারে পেমেন্ট সিস্টেমের জটিলতা (বিশেষ করে আফ্রিকার দেশে)।
- নাইজেরিয়া, মালি, ঘানাসহ কিছু দেশে চাহিদা থাকলেও মূল্য (টাকা) পাওয়ার ঝুঁকির সম্ভবনা থাকায় রপ্তানী না করা।
- কখনো কখনো আন্তর্জাতিক বাজারে হঠাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় আস্থার সংকট।

কর্মসূচি:

তারিখ	কর্মসূচি
২৮/০৩/২০১৬, সোমবার	সকাল ১০টায় রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলে গেট সভা
৩০/০৩/২০১৬, বুধবার	লাঠি মিছিল
০৩/০৪/২০১৬, রবিবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকায় স্কুলের ছাত্র/ ছাত্রীদের সমন্বয়ে মিছিল।
০৪/০৪২০১৬, সোমবার	বিকাল ৪ টায় সকল শিল্প এলাকায় পেশাজীবিদের সাথে মতবিনিময় সভা।
০৫/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব মিলের প্রধান কার্যালয়ে ঘেরাও।
০৬/০৪/২০১৬, বুধবার,	স্ব স্ব মিলে শিফটে শিফটে মিছিল।
০৮/০৪/২০১৬, শুক্রবার	বিকাল ৪.০০ টায় রাজঘাট শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
১০/০৪/২০১৬, রবিবার	সকাল ১০ টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকার রাজপথে খোরা মিছিল ।
১২/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত স্ব স্ব মিল গেটে নেতৃবৃন্দদের সমন্বয়ে অনশন
১৮/০৪/২০১৬, সোমবার এবং পরের দিন ১৯/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজপথ, রেলপথ অবরোধের সমর্থনে লাঠি সহকারে বিক্ষোভ।
১৯/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত রাজপথ, রেলপথ অবরোধ
২৫/০৪/২০১৬, সোমবার	সকাল ১০টায় স্ব স্ব শিল্প এলাকায় কফিন মিছিল
২৬/০৪/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ৬টা থেকে ২৪ ঘন্টা মিল ধর্মঘট।
২৯/০৪/২০১৬, শুক্রবার	আটরা শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
০১/০৫/২০১৬, রবিবার	খালিশপুর শিল্প এলাকায় শ্রমিক জনসভা।
০৩০৫/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০টায় লাল পতাকা সহকারে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি পেশ।
০৪/০৫/২০১৬, বুধবার	খুলনাস্থ সকল শিল্প অঞ্চলে সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল।
০৮/০৫/২০১৬, রবিবার	সকাল ৬টা থেকে সন্ধা ৬টা পর্যন্ত স্ব স্ব শিল্প এলাকায় রাজপথ ও রেলপথ অবরোধ।
১০/০৫/২০১৬, মঙ্গলবার	সকাল ১০টা থেকে খুলনা শহীদ হাদিস পার্কে ৭২ ঘন্টা অনশন।

- অত্যান্ত নিম্নমানের পাট ক্রয়।
- সঠিক সময়ে পাট ক্রয়ের টাকা ছাড় না হওয়া।
- প্রায় অনুপোযুক্ত যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদনের চেষ্টা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব।
- সমন্বিত কৃষি ও শিল্প নীতির অভাব।
- ব্যবস্থাপনার ত্রুটি।
- সঠিক সময়ে উপকরণ সরবরাহের অভাব।
- শক্তি সম্পদের অভাব।

- উৎপাদন ব্যায় বৃদ্ধি।
- শ্রমিক অসন্তোষ।
- উৎপাদিত পণ্যের নিম্নমান।
- বাজার সংকুচিত।
- পাট পণ্যের বিকল্প পণ্যের ব্যবহার।
- যন্ত্রপাতির আধুনিকায়নের অভাব।
- লুটপাট ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতি।

সৃষ্ট সমস্যা

- রাজস্ব আয় কমেছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব।
- জীবন-জীবিকার ঝুঁকি বেড়েছে।
- শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে।
- ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা।
- কর্মের নিশ্চয়তা কমেছে।
- সঞ্চয় প্রবণতা কম।
- ভোগ প্রবণতা কম।
- বেকারত্ব বেড়েছে।
- শিক্ষার হার কমেছে।
- পুষ্টিহীনতা।
- কাপড়ের ব্যবহার কমেছে।
- সামাজিক সম্পর্কের অবনতি।
- অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে।
- পরনির্ভরশীলতা বেড়েছে।

সম্ভাবনা

- আন্তর্জাতিক বাজারে পাট পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ (সিবিসি)
- ম্যান্ডেটরি প্যাকেজিং অ্যাক্ট ২০১০ বাস্তবায়নের জন্য সরকারি উদ্যোগ শুরু হয়েছে।
- সরকারি খাদ্য গুদামগুলোতে ধান/চাল সংরক্ষণের জন্য পাটের বস্তার ব্যবহার বেড়েছে (উল্লেখ্য, গত বছর খাদ্য গুদামগুলো বিজেএমসি থেকে সোয়া ৩ কোটি পাটের বস্তা কিনেছে)।
- হেসিয়ান ক্লথ যা সম্প্রতি কনস্ট্রাকশন কাজে নিরাপত্তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- বুয়েট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি "সয়েল সেভার" মাটি ক্ষয় রোধের চটের ব্যবহার বেড়েছে (সওজ এবং এলজিইডিতে)।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী ভাঙ্গন রোধে সয়েল সেভার হিসেবে চটের ব্যবহার।
- পাট শিল্প এখন বস্তা, চট, দড়ি থেকে বেরিয়ে আকর্ষণীয় কার্পেট কারুকার্য সমৃদ্ধ জুট ম্যাট বিশ্বের বাজারে প্রবেশ করেছে।
- নতুন নতুন বাজার সম্প্রাসারিত হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

- পাট ও পাটকলে দক্ষ, যোগ্যতা সম্পন্ন ও সৎ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে বিজেএমসি ও মিল পরিচালনা করা।
- পাট মৌসুমে অর্থ ছাড় দেয়া এবং বাজার মূল্যে মানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় কাঁচাপাট ক্রয়ের ব্যবস্থা করা, সাথে সাথে পাট ক্রয়ে ও বিক্রয়ে দূর্নীতি কঠোর হস্তে দমন করা।
- ৫০ দশকের মেশিনগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে অবিলম্বে অন্তত প্রতিটি মিলে মিল সাইড বিএমআরই করা।
- ম্যান্ডেটরী প্যাকেজিং এ্যাক্ট-২০১০ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা।
- প্রণীত শিল্পনীতি-২০১০ অনুযায়ী পাটকলকে কৃষিভিত্তিক শিল্প ঘোষণা করেঃ ২০% ভর্তুকী প্রদান।
- বিজেএমসি ও এর অধীনস্থ মিলসমূহের সম্পদ-পরিসম্পদ বিজেএমসিকে ফেরৎ ও ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া এবং ব্যাংকিং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়ার জন্য সম্পদের পূনর্মূল্যায়ন করা।
- সর্বোপরি অর্থায়নের পর মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা।
- সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পাট শিল্পকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিতে হবে।
- সময়োপযোগী পাট ও পাট শিল্প নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ-এর দূর্নীতি রোধ।
- শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো।
- সঠিক সময়ে ভাল মানের উপকরণ সরবরাহ।
- উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন প্রযুক্তির আধুনিকায়ন।
- পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধি।
- আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান
- শক্তি সম্পদ বিশেষ করে বিদ্যুতের নিশ্চয়তা বিধান
- বেসরকারি চাতাল মালিকদের পাটের বস্তা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে (এতে প্রতি বছর ৫০ কোটি বস্তা যোগানের প্রয়োজন হবে)।

উপসংহার

বিগত শতাব্দীর ৬০ এর দশকে গড়ে ওঠা পাট শিল্প স্বাধীনতাত্তোর জাতীয়করণ করা হয়। প্রত্যাশা ছিল, এ শিল্প বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোকে বিকশিত করবে। জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান কম নয়। ১৯১৩-১৪ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভূক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিকটন ও রপ্তানী আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ও আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিগত প্রায় দেড়যুগ এ শিল্প কতগুলো সংকটের আবর্তে নিপাতিত। ফলে লেগে আছে শ্রমিক অসন্তোষ আর আন্দোলন। সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা, ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় অর্থনীতি। এ সবই আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ১৯৭২ এর মূল সংবিধান সর্বোপরি, স্বাধীন বাংলাদেশের মৌল মানবিক মূল্যবোধের সাথে সংগতিহীন, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থী। এ অবস্থার অবসান

জরুরি। প্রশ্ন হলো, করবে কে? রাষ্ট্র না জনগণ? উত্তর রাষ্ট্রকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে। জনগণকে উদ্যোগী হতে হবে। রাষ্ট্র শুধু পাট শিল্প নয় সমস্ত শিল্প পরিকাঠামোকে সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেবে। যে আকাঙ্খায় মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। যে প্রত্যাশায় স্বাধীনতাত্তোর এ শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল তার জন্য চাই পুনঃভাবনা, পুনঃসংগ্রাম।

তথ্য সূত্র

১. আবুল বারকাত, বঙ্গবন্ধু-সমতা-সাম্রাজ্যবাদ: বঙ্গবন্ধু 'বেঁচে থাকলে' কোথায় পৌঁছত বাংলাদেশ?

২. সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-প্রভুত্বের যুগে সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ২০১৫।

৩. মোয়াজ্জেম হোসেন খান ও মোঃ জহিরুল ইসলাম শিকদার, বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল পাটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

৪. Nirmal Chandra Bhakta, Md. Mostafizur Rahman Sardar, Hasan Tareq Khan, Amitabh Chakroborty, JUTE INDUSTRY: GLOBAL SCENARIO & FUTURE PROSRECT FOR BANGLADESH.

5. Khalad Rab, Golden handshake to Golden fibre.

6. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পাট শিল্পের বর্তমান সংকট আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এর প্রভাব: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০০৫।

৮. মাহফুজ চৌধুরী, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোষণ।

৯. দৈনিক ইত্তেফাক- ২১.০২.০৭

১০. দৈনিক পূর্বাঞ্চল- ২২.০৩.০৭

১১. দৈনিক পূর্বাঞ্চল- ১৭.০৪.০৭ এবং ১৮.০৪.০৭

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ- ১৯.০৪.০৭

১৩. বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

১৪. দৈনিক যুগান্তর- ২৬.০৪.১৪

১৫. বাংলাদেশ প্রতিদিন- ১৮.০৪.১৫

১৬. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৪

১৭. পাট সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ।

১৮. পাটকল সংগ্রাম পরিষদ।

১৯. জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ।

২০. বাংলাদেশ রাষ্ট্রায়ত্ব জুট মিলস্ সিবিএ-নন সিবিএ ঐক্য পরিষদ।

২১. কোষ্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ।

২২. আইআরভি খুলনা।